বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল ঃ dgmpd2@krishibank.org.bd; www.krishibank.org.bd
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩৮০০২১-২৫/২২৩৩
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১

প্রশাসন পরিপত্র নং- ০৬/২০২২ তারিখ ঃ ২২-০২-২০২২ খ্রি.

বিষয় ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য এক্সগ্রেসিয়া (Ex-gratia) প্রদান প্রসঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বিশেষায়িত ব্যাংক-১ শাখা এর ৫৩.০০.০০০০.৩২১.১৮.০০১.২২.২৫, তারিখঃ ২২.০২.২০২২ খ্রি. নম্বর পত্রটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি এবং যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

০২। উপর্যুক্ত পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য মূলবেতনের ভিত্তিতে এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ এক্সগ্রেসিয়া (Ex-gratia) হিসেবে প্রদানে সরকারী অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উক্ত অনুমোদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক্সগ্রেসিয়া প্রদান করা যাবে।

০৩। উক্ত এক্সগ্রেসিয়ার অর্থ প্রদানের বিষয়ে প্রশাসন পরিপত্র নং ১৭/৯৬ এর শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত গুদাম কর্মচারীগণকে প্রশাসন পরিপত্র নং ১৭/৯৭ এর নির্দেশ পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত অর্থ প্রদান করা যাবে।

অনুমোদনক্রমে-

২২/০২/২২
(মোঃ খোরশেদ আনোয়ার)
উপমহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তিঃ ০২(দুই) পৃষ্ঠা।

প্রকা/এইচআরএমডি-১/সেকশন-২/১৬(১)(৮)/২০২১-২০২২/১৭৮৪(১২৫০) তারিখ ঃ ২২-০২-২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, ঢাকা।
৪. সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণাটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হল)।
৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৬. সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ)।
৭. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৮. সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।
৯. নথি/মহানথি।

২২.০২.২০২২
(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিশেষায়িত ব্যাংক-১ শাখা
www.fid.gov.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.৩২১.১৮.০০১.২২.২৫

তারিখ: ৯ ফাল্গুন ১৪২৮
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিষয়: **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য এক্সগ্রেসিয়া (Ex-gratia) প্রদান।**

সূত্র: বিকেবির পত্র নম্বর-প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/১৪(৪)/২০২১-২০২২/১৮৯, তারিখ: ০৪.১০.২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এক্সগ্রেসিয়া (Ex-gratia) হিসেবে প্রদানে সরকারী অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো:

(ক) এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করতে হবে;

(খ) অনুমোদিত এক্সগ্রেসিয়া শুধুমাত্র বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্থায়ী ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে;

(গ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রেষণে সরকারি দপ্তরে/রাষ্ট্র মালিকানাধীন অপর ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু বিকেবি হতে বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত হতেন তাদের জন্যও বর্ণিত আর্থিক সুবিধা প্রযোজ্য হবে। তবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্ণিত অর্থবছরে প্রেষণে বিকেবিতে কর্মরত ছিলেন কিন্তু তাদের নিজ নিজ মূল প্রতিষ্ঠান হতে বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হতেন তাদের জন্য এ আদেশ কার্যকর হবে না;

(ঘ) উল্লেখিত এক্সগ্রেসিয়া ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে; এবং

(ঙ) ব্যাংকের লোকসান হ্রাস করে মুনাফা অর্জনের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২২-২-২০২২
শেখ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.৩২১.১৮.০০১.২২.২৫/১

তারিখ: ৯ ফাল্গুন ১৪২৮
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২২-২-২০২২

শেখ সিদ্দিকুর রহমান

সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

কর্মচারী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-২

প্রশাসন পরিপত্র নং-১৭/৯৬

তারিখঃ ২৩-১১-৯৬ইং

বিষয়ঃ- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক্সগ্রেশিয়া প্রদান প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বজায় রাখা এবং স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করিয়া সরকার বিশেষ মানবিক কারণে ১৯৯১ সাল হইতে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এক্সগ্রেশিয়া হিসাবে মঞ্জুরী প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এতদবিষয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায় হইতে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর প্রেক্ষিতে গত ১৭-১১-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ২২৯তম সভার অনুমোদনক্রমে অত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এক্সগ্রেশিয়া প্রদান বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রবর্তন করা হইলঃ-

এক্সগ্রেশিয়া প্রাপ্তির শর্তাবলী

১) স্থায়ীভাবে মঞ্জুরীকৃত পদের বিপরীতে শিক্ষানবীশ/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ কেবলমাত্র ব্যাংকের নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এক্সগ্রেশিয়া পাওয়ার যোগ্য হইবেন,

২) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের চাকুরীতে যোগদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট বৎসরের/অর্থ বৎসরের শেষ কর্মদিবসে কমপক্ষে ৬ মাস চাকুরী পূর্ণ করিতে হইবে। ৬ মাস চাকুরীর জন্য ৫০% এবং তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে এক্সগ্রেশিয়া প্রাপ্য হইবে,

৩) খন্ডকালীন চাকুরী অথবা দৈনিক ভিত্তিতে বা ওয়ার্ক চার্জ ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এক্সগ্রেশিয়া প্রাপ্য হইবেন না,

৪) অবসর প্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহারা সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংকের চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন তাহারা/তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে এক্সগ্রেশিয়া প্রাপ্য হইবেন। এইরূপ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী সংশ্লিষ্ট বৎসরে ৬ মাস পূর্ণ না হইলেও তাহারা ঐ বৎসরের প্রকৃত চাকুরীকালের জন্য আনুপাতিক হারে এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন। তাহাদের/তাহাদের উত্তরাধিকারীগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বশেষ কর্মস্থল হইতে এক্সগ্রেশিয়া বিতরণ করা হইবে,

৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হইয়াছেন বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন তাহারা এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন না। তবে এইরূপ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পরবর্তীতে চাকুরীতে পূর্ণবহাল হইলে তাহাকে এক্সগ্রেশিয়া প্রদান করা যাইবে,

৬) শৃংখলাজনিত অপরাধে জড়িত যেই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গুরুদন্ড প্রদান করার সাময়িক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন না;

৭) ব্যাংকের চাকুরী হইতে পদত্যাগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এক্সগ্রেশিয়ার যোগ্য হইবেন না। তবে যদি কেহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিয়া এমন কোন নূতন চাকুরী গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করেন যেই চাকুরীতে তাহার কৃষি ব্যাংকের চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে তাহা হইলে এইরূপ পদত্যাগকারীগণ সংশ্লিষ্ট বৎসরের প্রকৃত চাকুরীকালের জন্য আনুপাতিক হারে এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন,

৮) সংশ্লিষ্ট বৎসরে/অর্থ বৎসরে অত্র ব্যাংকের যেই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্য কোন সংস্থায় প্রেষণে/লিয়েনে নিয়োজিত ছিলেন/থাকিবেন তাহারাও অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে এক্সগ্রেশিয়া প্রাপ্য হইবেন। তবে এই বাবদ সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যেই সংস্থায় প্রেষণে/লিয়েনে নিয়োজিত ছিলেন/থাকিবেন সেই সংস্থাকে বহন করিতে হইবে,

এমপ্র---------প/২

৯) অত্র ব্যাংকে সার্বক্ষনিকভাবে নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মুখ্য ব্যবস্থাপক এবং সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত বা অন্য কোন সংস্থা হইতে অত্র ব্যাংকে প্রেষণে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহারা অত্র ব্যাংকের নিজস্ব চাকুরী বিধির আওতায় পড়েন না তাহারাও এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন। তবে তাহারা যদি সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য অন্য কোন সংস্থা হইতে এক্সগ্রেশিয়া/উৎসাহ বোনাস গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে অত্র ব্যাংক হইতে এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন না। অন্য কোন সংস্থা হইতে গ্রহণ না করিলে সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য তাহাদের আবেদনের (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ না করার প্রত্যয়নসহ) ভিত্তিতে অত্র ব্যাংক হইতেই এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন,

১০) রূপালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে আত্মীকরণকৃত কর্মচারীগণ তাহাদের পূর্বতন প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরের/অর্ধ বৎসরের এক্সগ্রেশিয়া/উৎসাহ বোনাস গ্রহণ না করিলে তাহারা অত্র ব্যাংক হইতে এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন;

১১) সংশ্লিষ্ট বৎসরে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ছুটিকালের জন্য আনুপাতিক হারে তাহাদের ছুটি প্রারম্ভের প্রাক্কালে আহরিত বেতনের উপর এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন;

১২) যেই তারিখের বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া এক্সগ্রেশিয়া প্রদান করা হইবে ঐ তারিখে যদি কেহ পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকে (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ব্যতীত) তাহা হইলে ছুটিতে না থাকিলে ঐ তারিখে তাহাদের বেতন যত হইত তাহার উপর এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন,

১৩) সংশ্লিষ্ট বৎসর/অর্ধ বৎসরে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি ভোগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অসাধারণ ছুটিকাল বাদ দিয়া অবশিষ্ট চাকুরীকালের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে এক্সগ্রেশিয়া পাইবেন।

২। বেতনের সংজ্ঞা ঃ

এক্সগ্রেশিয়া প্রদানের আদেশে যদি ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে এক্সগ্রেশিয়া হিসাবের জন্য বেতন বলিতে যেই বৎসরের/অর্ধ বৎসরের জন্য এক্সগ্রেশিয়া প্রদান করা হইয়াছে/হইবে ঐ বৎসরের/অর্ধ বৎসরের শেষ কর্মদিবসের মূল বেতনকে বুঝাইবে এবং ইহাতে অফিসিয়েটিং পে/স্পেশাল পে/পার্সোনাল পে/টেকনিক্যাল পে (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। বিতরণ ও হিসাব পদ্ধতিঃ

(১) এক্সগ্রেশিয়া প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয় হইতে বিতরণের আদেশ ব্যতীত অন্য কোন অধিকার পত্র জারী করা হইবে না। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত এক্সগ্রেশিয়া প্রদান করা হইলে সেই জন্য আহরন ও বয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। ১১৭-বিকেবি সাধারণ হিসাব হইতে এক্সগ্রেশিয়ার অর্থ প্রদান করা হইবে,

(২) শাখা ব্যবস্থাপকগণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রদত্ত এক্সগ্রেশিয়ার টাকার পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক নিম্নোক্ত "ছক" মোতাবেক বিবরণী ও ডেবিট এডভাইস স্ব স্ব আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের নিকট প্রেরণ করিবেন। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাহার অধীনের সকল শাখা হইতে বিবরণীসহ ডেবিট এডভাইস সংগ্রহ করিয়া প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করিবেন।

" ছক "

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

--------------- /শাখা/ অফিস

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ------------- বৎসরের জন্য এক্সগ্রেশিয়া বাবদ প্রদানকৃত অর্থের বিবরণী ।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	-------- ইং তারিখে প্রদত্ত বেতন	---- বৎসরে ব্যাংকে কর্মরত সময়	প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য

৪। উপরোক্ত নীতিমালা ১৯৯১ সালের এক্সগ্রেশিয়া প্রদানের ক্ষেত্র হইতে কার্যকর হইবে । উক্ত নীতিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে একই বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নীতিমালা, ব্যাখ্যার, ইত্যাদি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে । তবে ব্যাংকে মোট চাকুরীকাল ৩ মাস না হওয়া সত্ত্বেও ইতিপূর্বে বলবৎ নীতিমালার আলোকে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এক্সগ্রেশিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট হইতে উহা আদায় করা হইবে না ।

আদেশক্রমে-

২৬/১১/৯৬

(মাহফুজা বানু)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/কব্যবি-২/১৬(১)৯৬-৯৭/৯৫৭(১২৫০)

তারিখ : ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।
২। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর, বিকেবি ।
৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি ।
৪। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি ।
৫। জনসংযোগ সেল/কম্পিউটার সেল/পেনশন শাখা(মানব সম্পদ বিভাগ), বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।
৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বিকেবি ।
৭। নথি/মহানথি ।

(মোঃ কোরবান আলী)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

তোফাজ্জল

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
কর্মচারী ব্যবস্থাপনা বিভাগ-২

প্রশাসন পরিপত্র নং-১৭/৯৭

তারিখ ঃ ০৭-১০-৯৭ ইং
২২-০৬-১৪০৪বাং

বিষয় ঃ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত গুদাম কর্মচারীগনকে এক্স-গ্রেসিয়া প্রদান সংক্রান্ত।

অত্র বিভাগ হইতে জারীকৃত ১৮-০৮-৯৭ ইং তারিখের প্রশাসন পরিপত্র নং-১৪/৯৭ এর মাধ্যমে অত্র ব্যাংকের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১৯৯৬ ইং সালের ৩০শে জুন তারিখের বেতনের ভিত্তিতে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এক্স-গ্রেসিয়া হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

০২। যে সকল গুদাম কর্মচারী (গোডাউন ষ্টাফ) অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং যাহাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ঋণ গ্রহীতারা বহন করিয়া থাকেন তাহারাও এক্স-গ্রেসিয়া পাইবেন কিনা এই ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। উক্ত বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন ঃ

"যে সমস্ত গুদাম কর্মচারী (গোডাউন ষ্টাফ) অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং যাহাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ঋণ গ্রহীতাগণ বহন করিয়া থাকেন তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের লিখিত সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব ডেবিট করিয়া বিশেষ বিবেচনায় এক্স-গ্রেসিয়া প্রদান করা যাইবে।"

আদেশক্রমে -

৭/১০/৯৭
(মাহফুজা বানু)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/কব্যবি/১৬(১)অংশ/৯৭-৯৮/৩৪৬(১২৫০)

তারিখ ঃ ঐ

বিতরন ঃ-

১. ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
২. ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৩. সকল উপ -মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৪. সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক, কব্যবি-১,২ ও ৩, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৫. জনসংযোগ সেল/কম্পিউটার সেল/পেনশন শাখা (মাঃসঃউঃবিঃ), বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৬. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি।
৭. সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বিকেবি।
৮. নথি।

৭/১০/৯৭
(এ, টি, এম, আনিসুর রহমান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক